অবকাঠামো উন্নয়নে ববি শিক্ষার্থীদের আলটিমেটাম

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

অবকাঠামো উন্নয়নসহ তিন দফা দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। আজ রবিবার (২৪ আগস্ট) দুপুর ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসসংলগ্ন বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা।

দাবির সপক্ষে সাত দিন ধরে মানববন্ধন, অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ মিছিলের পর অষ্টম দিনে মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। পরে সংবাদ সম্মেলনে তারা দাবির বাস্তবায়ন দৃশ্যমান হওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন।

শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ক্যাম্পাসের আয়তন বৃদ্ধি ও শিক্ষার্থীদের জন্য শতভাগ পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করা।

কীর্তনখোলা নদীর তীরে ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ১৪ বছরে পদার্পণ করলেও অবকাঠামোগত সংকট কাটেনি। সাতটি অনুষদে ২৫টি বিভাগে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। পাঠদানের জন্য যেখানে প্রয়োজন অন্তত ৭৫টি শ্রেণিকক্ষ, সেখানে রয়েছে মাত্র ৩৬টি।

ফলে প্রায়ই খোলা মাঠে বা অনুপযুক্ত পরিবেশে পাঠদান করতে হচ্ছে। শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষক সংকটের কারণে সেশনজটও তীব্র আকার ধারণ করেছে।

এছাড়া আবাসন সংকট চরমে পৌঁছেছে। একদিকে সীমিত সংখ্যক আসন, অন্যদিকে এক বিছানায় দুইজন শিক্ষার্থীকে থাকতে হচ্ছে।

সেইসঙ্গে ফিটনেসবিহীন সীমিত পরিবহনে প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে তাদের। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, এসব সংকট একাডেমিক কার্যক্রম ছাড়াও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বলেন, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ তিন দাবিতে যে আন্দোলন, তা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। শিক্ষার্থীদের দাবি ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্রুত মেনে নেওয়া উচিত। আমরা বিশ্বাস করি, এ আন্দোলন সফল করেই আমরা ক্লাসে ফিরব।

বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী ইনজাম শাওন বলেন, অপ্রতুল অবকাঠামোর কারণে বিশ্ববিদ্যালয় আরো গভীর সংকটে দিকে যাচ্ছে। অবিলম্বে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিয়ে সরকারের এই সংকট সমাধানে এগিয়ে আসা জরুরি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর রাহাত হোসেন ফয়সাল বলেন, শিক্ষার্থীরা যে দাবিতে মাঠে নেমেছে তা নিঃসন্দেহে যৌক্তিক। তবে আশার বিষয় হলো,সরকার ইতোমধ্যেই অবকাঠামোগত উন্নয়নে পদক্ষেপ নিয়েছে, যার কার্যক্রম চলমান। কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার জন্য আমাদের কিছুটা সময় দেওয়া প্রয়োজন। কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন না হলে আমরা ফের সরকারকে এ বিষয়ে জানাব।